গুয়ানতানামো বে-তে আটক বন্দীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়া হবে প্রতিটি কেসের স্বতন্ত্র যাচাইয়ের ভিত্তিতে: রামসফেল্ড

মায়ামি, ১৮ই ফেব্রুয়ারি -- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড বলেছেন, গুয়ানতানামো বে-তে আটক বন্দীদেরকে সেখানে পাঠানো হয়েছে কারণ তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাদের অনেকেই সন্ত্রাসীদের অবকাঠামো এবং তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি মায়ামিতে রামসফেল্ড বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র সেই সব শত্রু যোদ্ধাদেরকে মুক্তি দেবার জন্য কাজ করছে যারা ভবিষ্যতে আর কোন হুমকি নয় বলে বিবেচিত হবে অথবা যাদের কাছে আর কোন গোপন তথ্য থাকবে না যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে বাধা দিতে সাহায্য করতে পারবে।"

প্রতিরক্ষা সচিব আরো বলেন, "এরপরও যারা হুমকি হিসেবে বিবেচিত হবে কিন্তু যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত নয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদেরকে বন্দী হিসেবে রাখার জন্য অথবা বিচারের জন্য তাদের নিজ নিজ দেশের কাছে হস্তান্তর করতে চায়। এছাড়া যে সকল বন্দী আমাদের প্রতি হুমকি এবং যাদেরকে আটক করে রাখা প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের জন্য একটি বার্ষিক যাচাই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করছে যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে বন্দীরা একটি প্যানেলের কাছে তথ্য প্রদান করার সুযোগ লাভ করে এবং সম্ভাব্য সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অব্যাহত আটকাদেশের ব্যাপারে তাদের বিচার হয়।"

তিনি জানিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তারা "সবচেয়ে ভালো তথ্যের ভিত্তিতে তাদের মতামত নির্ধারণ করবেন।" কিছু বন্দীকে সামরিক কমিশনের সামনে বিচার করা হবে, কিছু বন্দীকে তাদের স্বদেশের কাছে হস্তান্তর করা হবে এবং অন্য যারা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি নয় বলে বিবেচিত হবে -- তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে বলে সচিব জানিয়েছেন।

রামসফেল্ড আরো বলেছেন, "আমাদের সমাজে আইনজীবীর সহায়তা লাভের সুযোগ ছাড়া লোকজনকে বন্দী করে রাখা অস্বাভাবিক ঘটনা। বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা অস্বাভাবিক। যতো যাই হোক, আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক এবং অধিকার রক্ষার প্রতীক। বেশিরভাগ আমেরিকান, বস্তুত অন্যান্য দেশেরও বেশির ভাগ মানুষ বোঝে ফৌজদারী আইন এবং শাস্তি বিধানের প্রক্রিয়া, যুদ্ধের আইন তাদের উপলব্ধির বাইরে।"

তিনি উল্লেখ করেন যে যুদ্ধের বেলায় একটি দেশের "উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে শত্রুকে সরিয়ে রাখা যাতে তারা আরো বেশি নিরীহ লোককে হত্যা করতে না পারে।"

==========

*(ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রামস্-এর একটি প্রকাশনা।)

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pd.state.gov Ges Website: http://www.usembassy-dhaka.org) †hvMv‡hvM Ki"b|